OPEN ACCESS **Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)**
A Double-Blind Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture
Volume - iv, Issue - iv, October 2024, TIRJ/October 24/article - 59
Website: https://tirj.org.in, Page No. 524 - 535
Published issue link: https://tirj.org.in/all-issue

Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)
A Double-Blind Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture
Volume - iv, Issue - iv, published on October 2024, Page No. 524 - 535
Website: https://tirj.org.in, Mail ID: info@tirj.org.in
(SJIF) Impact Factor 6.527, e ISSN : 2583 - 0848

ভারত : একটি উদীয়মান বিশ্ব অর্থনীতি

মৈনাক মণ্ডল
সহকারী অধ্যাপক, রাষ্ট্রবিজ্ঞান বিভাগ
সিউড়ী বিদ্যাসাগর কলেজ, সিউড়ী, বীরভূম
Email ID : Mainakmandal.bdn@gmail.com

Received Date *21. 09. 2024*
Selection Date *17. 10. 2024*

Keyword
Democratic values, Pluralistic India, Secular, Pariamentary Democracy, Federal Structure, GDP, National interest, IT, Digital India.

Abstract
Historically India is a country of deep democratic values, multi-culture, multi-religion, trade and heritage. India's pluralistic and composite culture is a living proof of the potential of the confluence of civilizations. India is a nation that bridges many global divides. Secular and parliamentary democracy exists in diverse and pluralistic India, but it is an Asian state, not a Western state. It has a federal structure, but here central authorities can play a disproportionately large role in matters of national interest and security. India is the world's largest democracy and one of the fastest growing economies in the world today. India stands as one of the world's most dynamic and rapidly growing economies, currently positioned as the fifth-largest globally by nominal GDP. Stable economy, highest GDP, a vast domestic market, economic interdependence, advancement in information technology, active participation in global trade and diplomatic influence have consolidated and strengthened India's economic position and India is set to become a global economic power in the future.

India's economic strengths lie in its diverse industrial base, burgeoning services sector, and a strong information technology (IT) industry, which is a global leader in software services and business process outsourcing. The country also has a young and increasingly skilled workforce, which is poised to drive innovation and productivity in the coming decades. Additionally, India's emphasis on digital transformation, through initiatives like Digital India, is rapidly modernizing its economy and creating new avenues for growth.

India has emerged as a significant player on the global economic stage, reflecting a dynamic growth trajectory and strategic influence in international markets. Over the past few decades, India's economy has witnessed remarkable transformations, fueled by liberalization policies, technological advancements, and demographic dividends. This ascent is characterized by rapid GDP growth, expanding middle class, and increasing integration into global trade networks. The prospects for India's economic growth remain

robust; with projections indicating it could become the world's third-largest economy by 2030.

Discussion

ভূমিকা : একবিংশ শতাব্দীর বিশ্বে ভারত একটি উদীয়মান বিশ্বশক্তি হিসেবে বিবেচিত। সাধারনভাবে কোনো রাষ্ট্রকে উদীয়মান বিশ্বশক্তি তখনই বলা যাবে, যখন সেই রাষ্ট্রটি উচ্চ সামরিক ক্ষমতা সম্পন্ন, পর্যাপ্ত সম্পদ ও অর্থনৈতিক উন্নয়নের স্তরের অধিকারী হয়ে উঠবে এবং আঞ্চলিক ও বিশ্বমঞ্চে বা আন্তর্জাতিক সম্পর্কের ক্ষেত্রে আরও প্রভাব বিস্তারকারী ভূমিকা বা শক্তিশালী অবস্থান রাখতে সচেষ্ট থাকবে ও সক্ষম হবে। সুতরাং দেখা যাচ্ছে, 'উদীয়মান বিশ্বশক্তি' হয়ে ওঠার প্রাথমিক শর্ত হল সামরিক শক্তির উত্থান, শক্তিশালী অর্থনীতি এবং রাজনৈতিক দূরদর্শিতা বা কূটনীতিক বিচক্ষণতা। অর্থাৎ হার্ড পাওয়ার (hard power) ও সফট পাওয়ার (soft power) - এর সংমিশ্রণের সামগ্রিক উন্নতির মধ্য দিয়েই একটি দেশ তার বৈশ্বিক প্রভাব উত্তরতর বৃদ্ধি করতে পারে এবং একটি বিশ্বশক্তি হয়ে উঠতে পারে। বর্তমান ভারত আন্তর্জাতিক ব্যবস্থার নিরিখে একটি 'অগ্রণী শক্তি'র ভূমিকা পালন করতে চায়, যেটি অন্যদের দ্বারা প্রভাবিত না হয়ে বৈশ্বিক নিয়ম এবং প্রাতিষ্ঠানিক কাঠামোকেই রূপ দেবে। ভারতের এই আত্মবিশ্বাসের নেপথ্যে আছে তার জাতীয় শক্তি, অর্থাৎ দেশটির ক্রমবর্ধমান অর্থনৈতিক, সামরিক, কূটনৈতিক ও সাংস্কৃতিক ক্ষমতা (নরম ক্ষমতা)। ভারত বর্তমানে স্থিতিশীল অর্থনীতি, সর্বোচ্চ জিডিপি, বৃহত্তম জনসংখ্যা, এক শক্তিশালী ও সুসজ্জিত সামরিক বাহিনী এবং পারমানবিক অস্ত্রের অধিকারী। তাই বর্তমান ভারত 'ইন্ডিয়া ফার্স্ট' বিদেশনীতি প্রচার করে, যেখানে কোনও বৃহৎ শক্তির তুলনায় ভারতীয় নীতিনির্ধারকরা তাঁদের ভবিষ্যৎকে উচ্চাকাঙ্ক্ষী দৃষ্টিতে দেখেন এবং তাঁদের অভ্যন্তরীণ ও বৈদেশিক সম্পর্কের রূপরেখা নির্ধারণ করেন।

বিশ্ব শক্তি হয়ে ওঠার ক্ষেত্রে ভারতের সব থেকে অনুকূল বা উপযোগী দিক হোল তার বর্তমান অর্থনৈতিক বৃদ্ধি। ভারতের অর্থনীতি বর্তমানে বিশ্বের অন্যতম দ্রুত বর্ধনশীল অর্থনীতির মধ্যে একটি। আন্তর্জাতিক মুদ্রা তহবিল এবং বিশ্বব্যাঙ্কের তথ্য অনুযায়ী, ভারতের জিডিপি (মোট দেশজ উৎপাদন) প্রবৃদ্ধির হার স্থায়ী ভাবে উচ্চ রয়েছে। একবিংশ শতাব্দীর শুরু থেকে, বার্ষিক গড় জিডিপি প্রবৃদ্ধি হয়েছে ৬% থেকে ৮%।[১] যার ফলে ভারত বর্তমানে বিশ্বের পঞ্চম বৃহত্তম অর্থনীতির[২] মর্যাদা অর্জন করতে সক্ষম হয়েছে।

গবেষণা প্রশ্ন : এই গবেষণা প্রবন্ধটি যে বিষয়টিকে কেন্দ্র করে আলোচিত হবে তা হল— ভারত কি ভবিষ্যতে একটি বৈশ্বিক অর্থনৈতিক শক্তি হয়ে উঠতে পারবে? অথবা ভারতের মধ্যে এমন কী আছে, যা তাকে বৈশ্বিক অর্থনৈতিক শক্তিতে উন্নীত করবে? অথবা বৈশ্বিক অর্থনৈতিক শক্তি হিসেবে উত্থানের ক্ষেত্রে ভারতের সম্ভাবনাময় ক্ষেত্রগুলি কী কী?

তাত্ত্বিক কাঠামো : আন্তর্জাতিক সম্পর্কের তত্ত্বের আলোকে, ভারতের বৈশ্বিক অর্থনৈতিক শক্তি হয়ে ওঠার প্রক্রিয়া একটি জটিল এবং বহুস্তরীয় বিষয়। আন্তর্জাতিক সম্পর্কের বিভিন্ন তত্ত্বের ভিত্তিতে ভারতের বৈশ্বিক অর্থনৈতিক শক্তি হয়ে ওঠার বিষয়টি ব্যাখ্যা করা যেতে পারে, তার মধ্যে প্রধান তত্ত্বগুলি হল— বাস্তববাদ, নয়া-বাস্তববাদ, উদারবাদ এবং নির্মাণবাদ বা কাঠামোবাদ।

বাস্তববাদ (Realism) : বাস্তববাদ অনুযায়ী, আন্তর্জাতিক সম্পর্ক মূলত শক্তির রাজনীতি দ্বারা পরিচালিত হয়, যেখানে রাষ্ট্রের ক্ষমতা এবং জাতীয় স্বার্থ সর্বাধিক গুরুত্বপূর্ণ। এই তত্ত্ব অনুযায়ী, রাষ্ট্রের নিরাপত্তার জন্য শক্তির ভারসাম্য বজায় রাখা যেমন একটি গুরুত্বপূর্ণ কৌশল, তেমনই প্রতিরোধের কৌশলও অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ।[৩] দুই পারমাণবিক শক্তিধর রাষ্ট্র পাকিস্তান এবং চীনের সঙ্গে ভারতের দীর্ঘ সীমান্ত রয়েছে, রয়েছে উভয় রাষ্ট্রের সঙ্গে সীমান্ত নির্দিষ্টকরণের সমস্যাও, যেখানে সবসময় উত্তেজনাকর পরিস্থিতি বিরাজমান। ফলে ভারত নিজের নিরাপত্তাকে নিয়ে চিন্তান্বিত এবং দ্বিধাগ্রস্ত। তাই বর্তমান ভারত সর্বাধিক গুরুত্ব দিচ্ছে জাতীয় নিরাপত্তা সুনিশ্চিতকরন এবং অর্থনৈতিক ও সামরিক শক্তি বৃদ্ধির উপর।

নয়া-বাস্তববাদ : নয়া-বাস্তববাদ অনুসারে আন্তর্জাতিক রাজনীতিতে প্রত্যেক রাষ্ট্র ক্ষমতা অর্জন ও প্রসারের লক্ষ্যে ধাবিত হলেও, প্রত্যেক রাষ্ট্রকেই আন্তর্জাতিক ব্যবস্থার মধ্যে গড়ে ওঠা বিশ্ব-কাঠামোর সঙ্গে সামঞ্জস্য বিধান করে চলতে হয়।[৪] বর্তমান ভারতও নয়া-বাস্তববাদীদের এই চিন্তাধারার অনুসারী।

উদারনীতিবাদ : উদারবাদের তত্ত্ব অনুযায়ী, আন্তর্জাতিক সম্পর্কের মূল ভিত্তি হলো আন্তর্জাতিক বাণিজ্য ও সহযোগিতা, প্রতিষ্ঠান এবং অর্থনৈতিক আন্তঃনির্ভরতা।[৫] ভারতের অর্থনৈতিক উন্নয়ন এবং বৈশ্বিক বাণিজ্যিক সম্পর্ক এ দৃষ্টিকোণ থেকে বিশেষভাবে গুরুত্বপূর্ণ। ভারত এই তত্ত্বের আলোকে বিভিন্ন রাষ্ট্রের সঙ্গে সম্পর্ক ও অর্থনৈতিক অংশীদারিত্ব গড়ে তুলেছে।

নির্মাণবাদী তত্ত্ব : নির্মাণবাদী তত্ত্ব অনুযায়ী, আন্তর্জাতিক সম্পর্ক সামাজিক কাঠামো, মূল্যবোধ এবং পরিচয়ের ভিত্তিতে গঠিত হয়। বৈশ্বিক অর্থনৈতিক শক্তি হিসাবে ভারতের উত্থানের ধারাকে বিশ্লেষণের ক্ষেত্রে এই তত্ত্বটির প্রাসঙ্গিকতা লক্ষ্যনীয়। ভারত তার ইতিহাস, সংস্কৃতি এবং আদর্শিক প্রেক্ষাপটে রাষ্ট্রনীতি নির্ধারণ করে এবং তার মাধ্যমে আন্তর্জাতিক রাজনীতিকে প্রভাবিত করার প্রচেষ্টা চালায়।[৬] 'নতুন ভারত' (New India), 'আত্মনির্ভর ভারত' (Atmanirbhar Bharat) এবং 'মেক ইন ইন্ডিয়া' (Make in India) হোল সেই রকমই কিছু সামাজিক নির্মাণের উদাহরণ, যা বিশ্বের কাছে ভারতের ভাবমূর্তি তুলে ধরা ও আকৃষ্ট করার ক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করছে।

গবেষণা পদ্ধতি : এই প্রবন্ধের বিষয়টি অধ্যায়নের ক্ষেত্রে বিশ্লেষণমূলক পদ্ধতি অবলম্বন করা হবে এবং ভারতকে উদীয়মান বৈশ্বিক অর্থনৈতিক শক্তি হিসাবে বিবেচনা করা যাবে কিনা তা তার অর্থনৈতিক শক্তির ভিত্তি ও উত্থানের সম্ভাবনাময় ক্ষেত্রগুলির পরিমাপের মধ্য দিয়ে পরীক্ষা করা হবে। নিবন্ধটিতে বিভিন্ন জাতীয় ও আন্তর্জাতিক সংস্থার তথ্য ও গবেষণা রিপোর্টের ভিত্তিতে বিভিন্ন রাষ্ট্রের অর্থনৈতিক বৃদ্ধির সঙ্গে ভারতের অর্থনৈতিক বৃদ্ধির তুলনামূলক আলোচনা করা হবে এবং আন্তর্জাতিক অর্থনীতিতে ভারতের কার্যকরী ভূমিকার মূল্যায়ন করা হবে।

ভারতের অর্থনৈতিক উত্থান : ভারতের অর্থনৈতিক উত্থানের মূল চালিকা শক্তি ছিল ১৯৯১ সালের অর্থনৈতিক সংস্কার। এই অর্থনৈতিক সংস্কার বেসরকারিকরণ, উদারীকরণ এবং বিশ্বায়নের উপর ভিত্তি করে তৈরি হয়েছিল, যা ভারতীয় অর্থনীতিকে একটি মুক্তবাজার অর্থনীতিতে রূপান্তরিত করে। স্বাধীনতার পর থেকে ১৯৯০ সাল পর্যন্ত অর্থনীতিক নীতি হিসাবে ভারত মিশ্র অর্থনীতি অর্থাৎ রাষ্ট্রীয়করণ, চাহিদা-পার্শ্ব অর্থনীতি (demand- side economics), প্রাকৃতিক সম্পদ, আমলা চালিত উদ্যোগ এবং অর্থনৈতিক নিয়ন্ত্রণসহ সুরক্ষাবাদী অর্থনৈতিক নীতিগুলিকে অনুসরণ করত। এটিকে লাইসেন্স রাজের আকারে ডিরিজিজম (Dirigism) হিসাবেও চিহ্নিত করা হয়।[৭] কিন্তু সোভিয়েত ইউনিয়ন-এর পতন তথা ঠাণ্ডাযুদ্ধের সমাপ্তিতে (১৯৯১) বিশ্ব জুড়ে রাজনৈতিক এবং অর্থনীতিক ক্ষেত্রে তীব্র ভারসাম্যের সংকট দেখা দেয়। এই প্রেক্ষাপটে ভারত একটি বিস্তৃত অর্থনৈতিক উদারীকরণের নীতি গ্রহন করে এবং ধীরে ধীরে মিশ্র পরিকল্পিত অর্থনীতি থেকে সরে এসে একটি মিশ্র মধ্যম আয়ের উন্নয়নশীল সামাজিক বাজার অর্থনীতি অনুসরণ করতে থাকে, যেখানে কৌশলগত ক্ষেত্রে রয়েছে পাবলিক সেক্টর।[৮] ভারতের অর্থনীতি তখন থেকেই দ্রুত বৃদ্ধি পেতে শুরু করে। বিশ্বব্যাংকের তথ্য অনুযায়ী, ১৯৯১ থেকে ২০১৮ সালের মধ্যে ভারতের বার্ষিক জিডিপি বৃদ্ধির হারের গড় ছিল ৬%।[৯]

ভারতের অর্থনীতির বৃদ্ধি ও বিশ্ব অর্থনীতিতে তার অবস্থান : ভারত বর্তমানে বিশ্বের পঞ্চম বৃহত্তম অর্থনীতি, ভারতের বর্তমান অর্থনৈতিক আকার প্রায় ৩ ট্রিলিয়ন মার্কিন ডলার এবং ক্রয় ক্ষমতা সমতা (purchasing power parity) দ্বারা তৃতীয় বৃহত্তম। একবিংশ শতাব্দীর শুরু থেকে, বার্ষিক গড় জিডিপি প্রবৃদ্ধি হয়েছে ৬% থেকে ৭%।[১০] দেশটির উৎপাদন কার্যক্রম বৃদ্ধি ও অভ্যন্তরীণ বিশাল বাজার এক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখছে। ভারতের জনসংখ্যার প্রায় ৬৫% গ্রামীণ,[১১] যা জিডিপির প্রায় ৫০% অবদান রাখে।[১২] ৪৭৬ মিলিয়ন শ্রমিক নিয়ে ভারতীয় শ্রমশক্তি বিশ্বের দ্বিতীয় বৃহত্তম।[১৩] ভারতের জিডিপির প্রায় ৭০% অভ্যন্তরীণ ব্যবহার দ্বারা চালিত হয়;[১৪] ব্যক্তিগত খরচ ছাড়াও, ভারতের জিডিপি সরকারী ব্যয়, বিনিয়োগ এবং রপ্তানি দ্বারা চালিত হয়।[১৫] করোনা মহামারী বিশ্ব বাণিজ্যে ব্যাপক প্রভাব ফেললেও সে সময়েও ভারত ছিল বিশ্বের ১৪তম বৃহত্তম আমদানিকারক এবং ২১তম বৃহত্তম রপ্তানিকারক দেশ। পরবর্তী ২০২২ সালে তা পরিবর্তিত হয়ে ভারত

Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)
A Double-Blind Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture
Volume - iv, Issue - iv, October 2024, TIRJ/October 24/article - 59
Website: https://tirj.org.in, Page No. 524 - 535
Published issue link: https://tirj.org.in/all-issue

বিশ্বের ৮তম বৃহত্তম আমদানিকারক এবং ১০তম বৃহত্তম রপ্তানিকারক দেশের মর্যাদা লাভ করে।[১৬] ২০২১-২০২২ সালে, ভারতে সরাসরি বিদেশী বিনিয়োগ (FDI) ছিল $৮২ বিলিয়ন। এফডিআই প্রবাহের নেতৃস্থানীয় খাতগুলি ছিল পরিষেবা খাত, কম্পিউটার শিল্প এবং টেলিকম শিল্প।[১৭] পরিষেবা খাত জিডিপির ৫০% এরও বেশি তৈরি করে এবং সবচেয়ে দ্রুত বর্ধনশীল খাত হিসাবে রয়ে গেছে, যখন শিল্প খাত এবং কৃষি খাত বেশিরভাগ শ্রমশক্তি নিয়োগ করে।[১৮] বোম্বে স্টক এক্সচেঞ্জ এবং ন্যাশনাল স্টক এক্সচেঞ্জ হল বাজার মূলধনের ভিত্তিতে বিশ্বের বৃহত্তম স্টক এক্সচেঞ্জ।[১৯] ভারত বিশ্বের ষষ্ঠ বৃহত্তম প্রস্তুতকারকও, যা বিশ্বব্যাপী উৎপাদনের ২.৬% প্রতিনিধিত্ব করে।[২০]

২০২৪ সালের জুন মাসের আই. এম. এফ তথ্য অনুযায়ী বিশ্বের দশটি বৃহৎ অর্থনীতির চিত্র ক্রমানুসারে দেওয়া হল-[২১]

Rank and Country (GDP)	GDP (USD billion)	GDP per Capita (USD thousand)	Annual GDP Growth Rate	GDP (PPP) I.D thousand	Main Industries
1. U.S.A	28,783	85.37	2.7%	28.78 (2nd)	Service, Manufacturing, Finance, Technology
2. China	18,536	13.14	4.6%	35.29 (1st)	Manufacturing, Exports, Investments
3. Germany	4,590	54.29	0.2%	5.69	Automotive, Chemicals, Machinery
4. Japan	4,112	33.14	0.9%	6.72	Engineering, Chemicals, Automotive, Pharma
5. India	3,942	2.73	6.8%	14.59 (3rd)	Agriculture, Communication, Infrastucture, IT
6. U.K	3,502	51.07	0.5%	4.03	Finance, Service, Manufacturing,
7. France	3,132	47.36	0.7%	3.99	Tourism, Manufacturing, Technology
8. Brazil	2,333	11.35	2.2%	4.27	Agriculture, Minerals, Natural Resources
9. Italy	2,332	39.58	0.7%	3.35	Agriculture, Service, Manufacturing
10. Canada	2,242	54.87	1.2%	2.47	Service, Manufacturing, Energy

উৎস : IMF data (updated on 14th June, 2024)

ভারতের অর্থনৈতিক বৃদ্ধির সূচক/মাপকাঠি : সম্প্রতিককালে ভারতের অর্থনৈতিকভাবে সমৃদ্ধশালী হয়ে ওঠার দুটি গবেষণা রিপোর্ট সামনে এসেছে। যার মধ্যে SBI এর একটি গবেষণা রিপোর্ট[২২] ও অপরটি প্রখ্যাত সাংবাদিক অনিল পদ্মনাভনের রিপোর্ট (দারিদ্রের বিদায় ও মধ্যবিত্ত শ্রেণীর উত্থান সংক্রান্ত) রয়েছে। আর এই দুটি গবেষণা রিপোর্টের উল্লেখ করে ভারতের প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী সোশ্যাল মিডিয়ায় একটি ব্লগ (Linkedin) পোস্ট করে এমনই দাবি করেছেন—

OPEN ACCESS
Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)
A Double-Blind Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture
Volume - iv, Issue - iv, October 2024, TIRJ/October 24/article - 59
Website: https://tirj.org.in, Page No. 524 - 535
Published issue link: https://tirj.org.in/all-issue

> "নিঃসন্দেহে আমরা অর্থনৈতিক সমৃদ্ধির একটি নতুন যুগের দ্বার প্রান্তে দাঁড়িয়ে আছি এবং ২০৪৭ সালের মধ্যে 'বিকশিত ভারত' (ভারতকে উন্নত দেশ হিসেবে গড়ে তোলার প্রতিশ্রুতি) স্বপ্ন পূরণের পথে রয়েছি।"[২৩]

ভারত বর্তমান বিশ্বে একটি বিশিষ্ট অর্থনৈতিক শক্তি হিসেবে আবির্ভূত হয়েছে এবং বিশ্ব অর্থনীতিতে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করছে, যা বিভিন্ন সূচক ও মাপকাঠির মাধ্যমে মূল্যায়ন করা যায়। ভারতের অর্থনৈতিক বৃদ্ধির মাপকাঠি তার জিডিপি প্রবৃদ্ধি, বিদেশি বিনিয়োগ, তথ্য প্রযুক্তি খাত, জনসংখ্যা এবং মানব সম্পদ, ফার্মাসিউটিক্যাল শিল্প, পুনর্নবীকরণযোগ্য শক্তি, আন্তর্জাতিক বাণিজ্য এর উপর নির্ভরশীল। এই সকল মাপকাঠি ভারতের বৈশ্বিক অর্থনৈতিক প্রভাব ও স্থিতি নির্ধারণে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে।

জিডিপি প্রবৃদ্ধি : ভারতের মোট দেশজ উৎপাদন (জিডিপি) বিশ্বে তৃতীয় বৃহত্তম অর্থনীতির মধ্যে একটি। একবিংশ শতাব্দীর শুরু থেকে, বার্ষিক গড় জিডিপি প্রবৃদ্ধি হয়েছে ৬% থেকে ৭%।[২৪] ২০২৩ সালে, ভারতের জিডিপি প্রবৃদ্ধির হার ছিল ৭% এর উপরে, যা উন্নয়নশীল দেশগুলোর মধ্যে সর্বোচ্চ। ভারতীয় অর্থনীতির এই প্রবৃদ্ধি সেবা খাত, শিল্প খাত এবং কৃষি খাতের সমন্বয়ে সম্ভব হয়েছে।[২৫]

বিদেশি বিনিয়োগ : বিদেশি বিনিয়োগের ক্ষেত্রে, ভারত একটি আকর্ষণীয় গন্তব্যস্থল হিসেবে আত্মপ্রকাশ করেছে। ভারতে বিদেশি বিনিয়োগ ক্রমাগত বৃদ্ধি পাচ্ছে। এর প্রধান কারণগুলি হলো ভারতের বৃহৎ বাজার, ক্রমবর্ধমান অর্থনীতি এবং উদার বিনিয়োগ নীতি। ২০২২ সালে ভারতে মোট বিদেশি প্রত্যক্ষ বিনিয়োগ (এফডিআই) ছিল প্রায় ৮৩ বিলিয়ন মার্কিন ডলার।[২৬] 'মেক ইন ইন্ডিয়া' এবং 'স্টার্টআপ ইন্ডিয়া' প্রোগ্রামগুলির মাধ্যমে সরকার বিদেশি বিনিয়োগ আকৃষ্ট করতে সক্রিয় ভূমিকা পালন করছে। ২০২৩ সালে ভারতে ৫০,০০০ এরও বেশি স্টার্টআপ ছিল, যার মধ্যে অনেকগুলি ইউনিকর্ন হিসেবে স্বীকৃতি পেয়েছে।[২৭] এই স্টার্টআপগুলি প্রযুক্তি, স্বাস্থ্য, শিক্ষা এবং পরিবহনসহ বিভিন্ন ক্ষেত্রে নতুনত্ব আনছে।

তথ্য প্রযুক্তি ও উদ্ভাবন : ভারত তথ্য প্রযুক্তি ক্ষেত্রে একটি প্রধান শক্তি হিসেবে আবির্ভূত হয়েছে এবং বিশ্বব্যাপী তথ্য প্রযুক্তি ও সফটওয়্যার সেবা রপ্তানির ক্ষেত্রে শীর্ষে রয়েছে। ভারত তথ্য প্রযুক্তি (আইটি) এবং সফটওয়্যার সেবা ক্ষেত্রে বিশ্বব্যাপী একটি প্রধান সরবরাহকারী দেশ। ভারতের আইটি খাতের আকার ২০২৩ সালে প্রায় ১৯৪ বিলিয়ন মার্কিন ডলার ছিল।[২৮] এটি নতুন কর্মসংস্থান সৃষ্টিতে সহায়তা করে এবং যুবসমাজের মধ্যে উদ্ভাবনী ক্ষমতা বৃদ্ধি করে। বেঙ্গালুরু, হায়দরাবাদ এবং পুনে শহরগুলো প্রযুক্তি উদ্ভাবনের কেন্দ্র হিসেবে পরিচিতি লাভ করেছে। বেঙ্গালুরু ভারতের "সিলিকন ভ্যালি" হিসেবে খ্যাতি অর্জন করেছে।

সাম্প্রতিক সময়ে (ডিসেম্বর ৯, ২০২৩) ভারত সরকারের তত্ত্বাবধানে অনুষ্ঠিত ইনফিনিটি ফোরামের একটি ইভেন্ট-এ প্রধানমন্ত্রী শ্রী নরেন্দ্র মোদী বক্তব্য[২৯] রাখতে গিয়ে পরিকাঠামো নির্মাণকে দেশের অর্থনীতির চালিকাশক্তি হিসেবে অভিহিত করেন এবং সেই পথ অনুসরণ করেই ২০৪৭ সালের মধ্যে ভারত উন্নত দেশে রূপান্তরিত হওয়ার লক্ষ্য অর্জন করবে বলে আশা ব্যক্ত করেন। তিনি আইএমএফ-এর ২০২৩ সালের সেপ্টেম্বরের রিপোর্টের উল্লেখ করে আন্তর্জাতিক প্রবৃদ্ধির হারের ১৬ শতাংশে ভারতের অবদানের কথা তুলে ধরেন। তিনি আন্তর্জাতিক প্রবৃদ্ধি ও স্থিতিশীলতা নিশ্চিত করতে সুস্থায়ী অর্থায়নের প্রয়োজনীয়তার উপরও গুরুত্ব আরোপ করেন, যা জি-২০ সভাপতিত্বের[৩০] সময় অন্যতম অগ্রাধিকারের ক্ষেত্র ছিল।

ভৌত এবং ডিজিটাল অবকাঠামো আপগ্রেড : পূর্বে কোন বিদেশী সংস্থার ভারতে বিনিয়োগ করার ইচ্ছা থাকলেও বাধা হয়ে দাঁড়াত পিছিয়ে থাকা অবকাঠামো। কিন্তু বর্তমান প্রশাসন অবকাঠামো উন্নয়নে ব্যাপক বিনিয়োগ করছে, যা দেশের অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধির প্রধান চালিকা শক্তি। সরকার বিভিন্ন মেগা প্রকল্প, যেমন- 'ভারত মালা', 'সাগরমালা' এবং 'উড়ান' প্রকল্পের মাধ্যমে দেশের রাস্তাঘাট, রেলওয়ে ব্যবস্থা এবং বিমানবন্দরগুলির উন্নয়নে বিনিয়োগ করছে। মোট সরকারী ব্যয়ের শতাংশ হিসাবে মূলধন ব্যয় ২০১০ সালে ১১% থেকে ২০২৩ সালে ২২% বৃদ্ধি পেয়েছে এবং অবকাঠামো ব্যয় ৩৩% বৃদ্ধি

পেয়ে $১২২ বিলিয়ন হয়েছে।[৩১] ভারতে বছরে ১০,০০০ কিলোমিটার হাইওয়ে যুক্ত হচ্ছে।[৩২] ২০১৪ সাল থেকে, ভারতীয় বিমানবন্দরের সংখ্যা দ্বিগুণ হয়েছে[৩৩] এবং একটি আপগ্রেড করা ট্রেন ব্যবস্থায় ভারতের অর্থনৈতিক কেন্দ্রগুলির সাথে সংযোগ সাধনকারী নতুন উচ্চ দক্ষতার 'মালবাহী করিডোর' তৈরি করা হচ্ছে।[৩৪] এছাড়া, ভারতের 'স্মার্ট সিটি' প্রকল্প এবং 'হাউজিং ফর অল' উদ্যোগও দেশের নগরায়ন ও আবাসন খাতকে সমৃদ্ধ করছে। এই অবকাঠামো উন্নয়নগুলি ভারতের অভ্যন্তরীণ বাণিজ্য এবং আন্তর্জাতিক লজিস্টিক্সের ক্ষেত্রে বড় ভূমিকা পালন করছে।

ভারতে সবচেয়ে স্বতন্ত্র পরিবর্তনগুলির মধ্যে একটি ডিজিটাল পরিকাঠামোতে হয়েছে, একে ডিজিটাল বিপ্লবও বলা যেতে পারে। ডিজিটাল গভর্নেন্স দেশের মানুষের জীবন বদলে দিয়েছে। আজ, দেশের প্রত্যন্ত কোণে থাকা ভারতীয়রা দৈনন্দিন পণ্য কিনতে পারে নগদ অর্থ ছাড়াই, তাদের ফোনে একটি QR কোড ব্যবহার করে। সম্প্রতি ভারতের JAM-প্রকল্প অর্থাৎ জনধন, আধার ও মোবাইল-এর মাধ্যমে দেশের বাসিন্দাদের ব্যাঙ্ক অ্যাকাউন্ট তৈরি, প্রতিটি অ্যাকাউন্ট আধারের সঙ্গে লিঙ্ক করা- এর ফলে বেড়েছে ডিজিটালাইজেশন।

ভারতে এখন ইন্টারনেট গ্রাহকের সংখ্যা প্রায় ৮৮১.২৫ মিলিয়ন,[৩৫] সেখানে চীনের প্রায় ১.০৫ বিলিয়ন,[৩৬] অর্থাৎ ভারতে (চীনের পরে) বিশ্বের দ্বিতীয় সর্বোচ্চ ইন্টারনেট-সক্ষম জনসংখ্যা রয়েছে। এই অ্যাক্সেসের উপর আরোহণ করে, ভারতে একটি ডিজিটাল পাবলিক অবকাঠামো[৩৭] রয়েছে, যা অন্যান্য দেশের কাছে একটি মডেল হিসাবে বিবেচিত হচ্ছে; একটি পেমেন্ট ইন্টারফেস রয়েছে যা ডিজিটাল পেমেন্টকে নির্বিঘ্ন করে। ফলস্বরূপ পরিবর্তনের একটি সূচক হিসাবে, ভারত চীনকে বিশাল ব্যবধানে হারিয়ে ডিজিটাল পেমেন্টের তালিকায় শীর্ষে রয়েছে।[৩৮] অতিসম্প্রতি (২রা আগস্ট, ২০২৪) ইউনাইটেড নেশনস জেনারেল অ্যাসেম্বলি (UNGA)-এর ৭৮তম অধিবেশনের সভাপতি ডেনিস ফ্রান্সিস বলেছেন, ডিজিটালাইজেশন নিয়ে ভারতে যেভাবে কাজ হচ্ছে তাতে গত ৫-৬ বছরে ৮০০ মিলিয়ন নাগরিক দারিদ্র থেকে মুক্তি পেয়েছেন।[৩৯]

পুনর্নবীকরণযোগ্য শক্তি ব্যবহারের উপর গুরুত্ব আরোপ : ভারত পুনর্নবীকরণযোগ্য শক্তির ক্ষেত্রে উল্লেখযোগ্য অগ্রগতি অর্জন করেছে। ২০২২ সালের শেষে, ভারতের সৌর শক্তি উৎপাদন ক্ষমতা ছিল প্রায় ৫০ গিগাওয়াট।[৪০] ভারত সরকার সৌর, বায়ু এবং জলবিদ্যুৎ প্রকল্পে ব্যাপক বিনিয়োগ করছে। ২০২২ সালের শেষে, ভারত বিশ্বের তৃতীয় বৃহত্তম সৌর শক্তি উৎপাদক দেশ ছিল। এটি বৈশ্বিক জলবায়ু পরিবর্তন মোকাবিলায় এবং টেকসই উন্নয়নে সহায়ক ভূমিকা পালন করছে। আন্তর্জাতিক শক্তি সংস্থা (IEA) এর মতে, ২০২৩ সালে ভারতের মোট বিদ্যুৎ উৎপাদনের প্রায় ৩৭% ছিল পুনর্নবীকরণযোগ্য শক্তি থেকে।[৪১] এটি বিশ্বব্যাপী পরিবেশগত সমস্যাগুলির সমাধানে ভারতের প্রতিশ্রুতি প্রদর্শন করে।

জনসংখ্যা এবং মানব সম্পদ : বৈশ্বিক অর্থনীতির উত্থান-পতনের ক্ষেত্রে জনসংখ্যার গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা লক্ষ্য করা যায়। সাম্প্রতিক সময়ে চীনকে সরিয়ে বিশ্বের সবচেয়ে জনবহুল দেশের তকমা পেয়েছে ভারত। জনসংখ্যার এই সুবিধা ভারতকে বৈশ্বিক উৎপাদন কেন্দ্র হিসেবে গড়ে তুলতে সহায়ক হবে। ২০১১ সালের পর ভারতে জনসুমারি না হলেও ২০২৩ সালের রাষ্ট্রপুঞ্জের পরিসংখ্যান অনুসারে, দুই দেশের মধ্যে জনসংখ্যার পার্থক্য প্রায় ২০ লক্ষের। ভারতের জনসংখ্যা ১৪২ কোটি ৮৬ লক্ষ। অন্য দিকে, চিনের জনসংখ্যা ১৪২ কোটি ৫৭ লক্ষ।[৪২]

ভারতীয় অর্থনীতিতে জনসংখ্যার গুরুত্ব অনেকভাবে প্রতিফলিত হয়—

১. **বাজারের আকার বৃদ্ধি :** ভারতের বিশাল জনসংখ্যা, যা প্রায় ১.৪ বিলিয়ন, একটি বড় অভ্যন্তরীণ বাজার সৃষ্টি করে, যা উৎপাদন ও সেবার চাহিদা বাড়ায়। এর ফলে ব্যবসা ও বিনিয়োগ বৃদ্ধি পায়।

২. **শ্রমশক্তি :** বিশাল জনসংখ্যা সস্তা ও প্রচুর শ্রমশক্তি সরবরাহ করে, যা উৎপাদন খাতে কার্যকর ভূমিকা পালন করে।

৩. **মানবসম্পদ :** জনসংখ্যা বৃদ্ধির ফলে মানবসম্পদের বৃদ্ধি ঘটে। উপযুক্ত শিক্ষা ও প্রশিক্ষণের মাধ্যমে এই মানবসম্পদকে দক্ষ শ্রমশক্তিতে পরিণত করা যায়, যা অর্থনীতির উন্নয়নে সহায়ক হয়। ভারতের জনসংখ্যার একটি বৃহৎ অংশ কর্মক্ষম

এবং তরুণ, যা দেশের অর্থনৈতিক বৃদ্ধিকে ত্বরান্বিত করছে।[৪৩] সেখানকার তরুণ জনগোষ্ঠী বর্তমানে উদ্ভাবনের দিকে ঝুঁকেছে, যা দেশটির বিশ্বমানের তথ্য-অর্থনীতি এবং সাম্প্রতিক চাঁদে অবতরণের (চান্দ্রায়ণ-৩) ঘটনার মাধ্যমে প্রমাণিত।

ফার্মাসিউটিক্যাল এবং স্বাস্থ্য সেবা: ভারত জেনেরিক ওষুধের বৃহত্তম সরবরাহকারী দেশ। ২০২৩ সালে, ভারতীয় ফার্মাসিউটিক্যাল শিল্পের মোট আয় ছিল প্রায় ৫০ বিলিয়ন মার্কিন ডলার।[৪৪] কোভিড-১৯ মহামারীর সময় ভারতের ভ্যাকসিন উৎপাদন এবং রপ্তানি বিশ্বব্যাপী উল্লেখযোগ্য ভূমিকা পালন করেছে। এর পাশাপাশি, ভারতীয় স্বাস্থ্যসেবা খাত দ্রুত বিকাশ লাভ করছে, যা বিদেশি রোগীদের চিকিৎসা পরিষেবা গ্রহণের জন্য আকর্ষণীয় করে তুলছে।

বৈশ্বিক অর্থনৈতিক অংশীদারিত্ব : বর্তমানে ভারত বিভিন্ন আঞ্চলিক ও আন্তর্জাতিক সংগঠন এবং বাণিজ্য চুক্তির মাধ্যমে বৈশ্বিক অর্থনৈতিক অংশীদারিত্বের ক্ষেত্রে সক্রিয় ভূমিকা পালন করছে। ভারত আন্তর্জাতিক ব্যবস্থার নিরিখে একটি 'অগ্রণী শক্তি'র ভূমিকা পালন করতে চায়, যেটি অন্যদের দ্বারা প্রভাবিত না হয়ে বৈশ্বিক নিয়ম এবং প্রাতিষ্ঠানিক কাঠামোকেই রূপ দেবে। এই লক্ষ্য অর্জনে ভারত সেই সব দেশের সঙ্গে অংশীদারিত্ব গড়ে তুলতে চায়, যারা এ কাজে তার সহায়ক হবে। তাই পুরনো বিভেদ ঝেড়ে ফেলে নয়াদিল্লি ঘোষণা করছে, ভারত আর জোট নিরপেক্ষ নয়, বরং অভিন্ন স্বার্থের ভিত্তিতে কাজ করতে ইচ্ছুক। কোয়াড্রিল্যাটেরাল সিকিউরিটি ডায়লগ (QUAD) থেকে ব্রিকস পর্যন্ত এ ধরনের কৌশলগত অংশীদারিত্বের এক দীর্ঘ তালিকায় ভারতের নাম রয়েছে। এছাড়াও, ভারত আঞ্চলিক সমন্বয় ও অর্থনৈতিক সহযোগিতার ক্ষেত্রে বিভিন্ন দ্বিপাক্ষিক এবং বহুপাক্ষিক চুক্তি সম্পাদন করেছে, যেমন— ইন্দো-প্রশান্ত মহাসাগরীয় অর্থনৈতিক অংশীদারিত্ব (IPEF)। তাই নিবিড় ভাবে দেখলে এটা স্পষ্ট হবে যে, ভারত ক্রমশ নিজের অগ্রাধিকারগুলির স্বীকৃতি এবং প্রচারের ক্ষেত্রে আগের চেয়ে অনেক বেশি তীব্র হয়ে উঠেছে।

ভারতের বেশ কয়েকটি দেশ ও অর্থনৈতিক আঞ্চলিক সংগঠন বা জোটের সাথে মুক্ত বাণিজ্য চুক্তি রয়েছে, যার মধ্যে রয়েছে আসিয়ান, সাফটা, মেরকোসুর, দক্ষিণ কোরিয়া, জাপান, অস্ট্রেলিয়া, সংযুক্ত আরব আমিরাত, এবং আরও কয়েকটি যা কার্যকর বা আলোচনার পর্যায়ে রয়েছে।[৪৫] সাম্প্রতিক সময়ে ক্রমবর্ধমান অর্থনীতির জন্য বিভিন্ন গ্রুপ, যেমন- CIVETS (কলম্বিয়া, ইন্দোনেশিয়া, ভিয়েতনাম, মিশর, তুরস্ক এবং দক্ষিণ আফ্রিকা) এবং MINT (মেক্সিকো, ইন্দোনেশিয়া, নাইজেরিয়া এবং তুরস্ক) এই সকল জোট ও তার সদস্য দেশগুলির সঙ্গেও ভারত তার বাণিজ্যিক আদান প্রদান বৃদ্ধি করে চলেছে।[৪৬] এছাড়াও ভারত একাধিক আন্তর্জাতিক বাণিজ্য চুক্তি ও ফ্রি ট্রেড এগ্রিমেন্ট (FTA) স্বাক্ষর করেছে, যা তার বৈশ্বিক বানিজ্য অংশীদারিত্বকে আরও শক্তিশালী করেছে।

আঞ্চলিক ও বৃহৎ শক্তির সাথে সম্পর্ক : ভারত তার অর্থনৈতিক প্রভাবের পাশাপাশি কূটনৈতিক ক্ষেত্রেও সক্রিয় ভূমিকা পালন করছে। দেশটি বৃহৎ শক্তিগুলির সাথে সম্পর্ক উন্নত করার পাশাপাশি, বিভিন্ন আন্তর্জাতিক ফোরামে সক্রিয় অংশগ্রহণ এবং বহুপাক্ষিক সম্পর্ক স্থাপনে গুরুত্ব দিচ্ছে। ভারত-মার্কিন সম্পর্কের উন্নয়ন, ভারত-রাশিয়া পারস্পরিক সহযোগিতা, ভারত-ইজরায়েল সম্পর্ক, ভারত-জাপান সম্পর্ক, দক্ষিণ আমেরিকার দেশগুলির (বিশেষত ব্রাজিল) সাথে সম্পর্ক, ভারত-ইইউ বাণিজ্য আলোচনা, ভারত-আসিয়ান বাণিজ্যিক সম্পর্ক, আফ্রিকান ইউনিয়ন-ভারত সম্পর্ক, আরব বিশ্বের সঙ্গে ভারতের সম্পর্ক, ব্রিকস (BRICS) জোট এবং দক্ষিণ এশিয়ার আঞ্চলিক সহযোগিতা সংস্থা (SAARC) এর মধ্যে ভারতের ভূমিকা ভারতের কূটনৈতিক প্রভাবকে দৃঢ় ও অর্থনৈতিক বৃদ্ধিকে ত্বরান্বিত করেছে। ভারত প্রতিবেশী দেশগুলির সাথেও কূটনৈতিক এবং বাণিজ্যিক সম্পর্ক উন্নয়নে সদা সচেষ্ট। চীন, পাকিস্তান, নেপাল, ভূটান, আফগানিস্তান, শ্রীলঙ্কা এবং বাংলাদেশের সাথে অর্থনৈতিক এবং কূটনৈতিক সম্পর্ক উন্নয়নে ভারত সক্রিয় ভূমিকা পালন করছে। বর্তমানে চীনের সঙ্গে ভারতের সীমান্তকে কেন্দ্র করে পারস্পরিক উত্তেজনা থাকলেও ভারত একদিকে যেমন অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধির জন্য অনুকূল পরিবেশ তৈরি করতে চীনের সঙ্গে সম্পর্ক পর্যালোচনা করছে, তেমনই ক্ষুদ্র প্রতিবেশী রাষ্ট্রগুলি থেকে ভারত ভীতি দূর করে বিশ্বাস অর্জনের উদ্দেশ্যে বেশ কিছু নীতি ও পদক্ষেপ গ্রহণ করেছে (Neighborhood First Policy)।[৪৭] তবে বাংলাদেশের অভ্যন্তরীণ রাজনৈতিক অস্থিরতার কারণে বর্তমানে ভারত-বাংলাদেশ সম্পর্ক বেশ উদ্বেগজনক ও অনিশ্চয়তার মধ্যে রয়েছে।

OPEN ACCESS
Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)
A Double-Blind Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture
Volume - iv, Issue - iv, October 2024, TIRJ/October 24/article - 59
Website: https://tirj.org.in, Page No. 524 - 535
Published issue link: https://tirj.org.in/all-issue

ভারতের অর্থনৈতিক ও কূটনৈতিক প্রভাব আন্তর্জাতিক সম্পর্কেও সুস্পষ্ট। পশ্চিমা দেশগুলির মধ্যেও ভারতের কূটনৈতিক ভূমিকা ও গ্রহনযোগ্যতা (যেমন- রাশিয়া ও ইউক্রেন যুদ্ধ বন্ধে ভারতকে ভূমিকা পালনে আহ্বান) উল্লেখযোগ্য ভাবে বৃদ্ধি পেয়েছে। ভারত বিশ্বের বড় বড় অর্থনৈতিক জোটে সক্রিয় ভূমিকা পালন করছে। ভারত ব্রিকস, জি-২০ এবং বিশ্ব বাণিজ্য সংস্থা এর সদস্য হিসেবে বৈশ্বিক অর্থনৈতিক নীতিমালা প্রণয়নে ভূমিকা রাখছে। বিভিন্ন অর্থনৈতিক জোট মঞ্চে ভারতের সক্রিয়তা ও গ্রহনযোগ্যতা বৃদ্ধি পাওয়ার ফলে জি-৪[৪৮] এর সদস্য হিসাবে ভারতের রাষ্ট্রসঙ্ঘের নিরাপত্তা পরিষদের স্থায়ী সদস্যপদ লাভের দাবী, বৃহৎ শক্তি (ইতিমধ্যে ইংল্যান্ড, রাশিয়া, আমেরিকা ও ফ্রান্সের সমর্থন পেয়েছে, চীনের অবস্থান অস্পষ্ট) সহ বিশ্বের অধিকাংশ রাষ্ট্রের সমর্থন লাভ করতে সমর্থ হয়েছে।

চ্যালেঞ্জ সমূহ : ভারতের অর্থনীতির বৃদ্ধি সত্ত্বেও, দেশের অভ্যন্তরীণ কিছু চ্যালেঞ্জ এখনও রয়ে গেছে। দারিদ্র্য, উচ্চ বেকারত্ব, ক্রমবর্ধমান আয় বৈষম্য, আর্থ-সামাজিক বৈষম্য, অবকাঠামোগত উন্নয়নে ঘাটতি ভারতের কাছে এখন বড় চ্যালেঞ্জ। দেশটির একটি বড় অংশ এখনও দরিদ্র অবস্থায় বাস করছে এবং মৌলিক সুবিধাসমূহ থেকে বঞ্চিত।[৪৯] আন্তর্জাতিক মুদ্রা তহবিল (আই এম এফ) অনুসারে, মাথা পিছু আয়ের ভিত্তিতে, ভারত জিডিপি (নামমাত্র) দ্বারা ১৩৯ তম এবং জিডিপি (পিপিপি) দ্বারা ১২৭ তম স্থানে রয়েছে। বিশ্বের সর্বোচ্চ সংখ্যক বিলিয়নেয়ার ভারতে রয়েছে এবং একেই সঙ্গে রয়েছে চরম আয় বৈষম্যও।[৫০] এছাড়া ভারতের অবকাঠামোও এখন উন্নয়নশীল অবস্থায় রয়েছে। রাস্তা, রেলপথ, বিমানবন্দর এবং বন্দরসহ বিভিন্ন অবকাঠামোগত ক্ষেত্রে আরও বিনিয়োগ ও উন্নয়ন প্রয়োজন। ভারত দ্রুত শিল্পায়নের ফলে পরিবেশগত চ্যালেঞ্জেরও মুখোমুখি হচ্ছে।

উপসংহার : ভারত বর্তমানে একটি উদীয়মান অর্থনৈতিক শক্তি হিসেবে বিশ্বে প্রভাব বিস্তার করছে। এই প্রভাব বিভিন্ন ক্ষেত্রে ছড়িয়ে পড়ছে, বিশেষ করে আন্তর্জাতিক বাণিজ্য, কূটনীতি, এবং বৈশ্বিক নীতি প্রণয়নে। ভারত বিশ্বব্যাংক ও আইএমএফ-এ একটি গুরুত্বপূর্ণ সদস্য হিসেবে যুক্ত রয়েছে এবং এসব প্রতিষ্ঠানের নীতিনির্ধারণী প্রক্রিয়ায় একটি সক্রিয় ভূমিকা পালন করে। ভারত জাতিসংঘ, জি-২০ এবং অন্যান্য বৈশ্বিক মঞ্চেও একটি শক্তিশালী অবস্থান বজায় রেখছে। ভারতের 'ভ্যাকসিন মৈত্রী' উদ্যোগ COVID-19 মহামারীর সময় আন্তর্জাতিক সম্প্রদায়ের কাছে মানবিক উদ্যোগের একটি উজ্জ্বল উদাহরণ হিসেবে উঠে এসেছে। ভারত তার প্রতিবেশী দেশগুলোর সঙ্গে একটি শক্তিশালী কূটনৈতিক সম্পর্ক গড়ে তুলছে। সার্ক, বিমসটেক, আইপিএফ (Indo-Pacific Framework) এবং ব্রিকস-এর মতো আঞ্চলিক জোটে ভারতের নেতৃত্বমূলক ভূমিকা উল্লেখযোগ্য। এছাড়া, ভারত প্রশান্ত-মহাসাগরীয় অঞ্চলে একটি বড় ভূমিকায় অবতীর্ণ হচ্ছে, যা যুক্তরাষ্ট্র, জাপান, অস্ট্রেলিয়া এবং অন্যান্য দেশের সঙ্গে তার কৌশলগত অংশীদারিত্বকে আরও শক্তিশালী করছে।

ভারত বর্তমানে বিশ্বের বৃহত্তম প্রতিরক্ষা আমদানিকারক দেশগুলোর মধ্যে একটি। তবে, ভারত প্রতিরক্ষা উৎপাদন ক্ষেত্রে স্বয়ংসম্পূর্ণ হওয়ার লক্ষ্যে বিভিন্ন উদ্যোগ গ্রহণ করেছে। "মেক ইন ইন্ডিয়া" এবং "আত্মনির্ভর ভারত" কর্মসূচির মাধ্যমে দেশটি প্রতিরক্ষা খাতেও স্বয়ংসম্পূর্ণতা অর্জনের চেষ্টা করছে, যা তাকে বৈশ্বিক সামরিক বাজারে একটি গুরুত্বপূর্ণ অংশীদার হিসেবে প্রতিষ্ঠিত করতে সাহায্য করবে।

ভারতের অর্থনৈতিক প্রভাব বৃদ্ধির জন্য সরকারের উদারনৈতিক নীতি এবং সংস্কারগুলি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করছে। দেশটি বিভিন্ন সংস্কার, উদ্ভাবন এবং আন্তর্জাতিক অংশীদারিত্বের মাধ্যমে তার অবস্থানকে শক্তিশালী করছে। সরকার কর সংস্কার, আর্থিক অন্তর্ভুক্তি এবং অবকাঠামো উন্নয়নের ক্ষেত্রে বিভিন্ন পদক্ষেপ গ্রহণ করেছে। গুডস অ্যান্ড সার্ভিসেস ট্যাক্স (GST) প্রবর্তন, ব্যাংকিং খাতের সংস্কার এবং অর্থনৈতিক অঞ্চলের উন্নয়ন, ভারতের ব্যবসায়িক পরিবেশকে আরও বিনিয়োগ বান্ধব করেছে। উদাহরণস্বরূপ, 'মেক ইন ইন্ডিয়া', 'ডিজিটাল ইন্ডিয়া', এবং 'স্টার্টআপ ইন্ডিয়া' এর মতো উদ্যোগগুলো ভারতকে একটি উদ্ভাবনী এবং বিনিয়োগ বান্ধব পরিবেশ হিসেবে বিশ্বের কাছে তুলে ধরেছে। এসব উদ্যোগের মাধ্যমে ভারত বিদেশি বিনিয়োগ আকর্ষণ করছে এবং দেশীয় উৎপাদন ও রপ্তানি বাড়ানোর চেষ্টা করছে। ভারত অবকাঠামো উন্নয়নেও ব্যাপক বিনিয়োগ করছে, যা দেশের অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধির প্রধান চালিকা শক্তি। 'ভারত মালা', 'সাগরমালা', এবং 'উড়ান' প্রকল্পগুলি দেশের যোগাযোগ ব্যবস্থা এবং পরিবহন খাতকে আরও সুসংহত করছে। এছাড়া,

'স্মার্ট সিটি' প্রকল্পের মাধ্যমে শহরগুলির উন্নয়ন ভারতের অর্থনৈতিক অবকাঠামোকে আরও উন্নত করছে। ভারতের জনসংখ্যা, বিশেষ করে যুবসমাজ, দেশের অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধির একটি বড় সম্পদ। 'স্কিল ইন্ডিয়া' এবং 'ডিজিটাল লিটারেসি' উদ্যোগের মাধ্যমে সরকার দেশের যুবসমাজকে দক্ষতা অর্জনে সহায়তা করছে, যা ভবিষ্যতে ভারতের অর্থনৈতিক অগ্রগতির প্রধান চালিকা শক্তি হিসেবে কাজ করবে। ভারত তার রুপি মুদ্রাকে একটি বৈশ্বিক মুদ্রা হিসেবে প্রতিষ্ঠিত করার জন্যও কাজ করছে। যদিও এখনো রুপি মার্কিন ডলার, ইউরো বা ইয়েনের মতো প্রভাবশালী মুদ্রা নয়, তবুও ভারতের কেন্দ্রীয় ব্যাংক এবং সরকার এই দিকটি শক্তিশালী করার প্রচেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছে। এই প্রচেষ্টা সফল হলে ভারতের আর্থিক প্রভাব আরও বৃদ্ধি পাবে। একটি স্থিতিশীল রাজনৈতিক পরিবেশ দেশের অর্থনৈতিক উন্নয়নে সহায়ক ভূমিকা পালন করবে। ভারতের অর্থনৈতিক প্রভাব বৃদ্ধির জন্যও দেশের অভ্যন্তরীণ রাজনৈতিক স্থিতিশীলতা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ, যা বর্তমান ভারতে বিরাজমান।

ভারতের অর্থনৈতিক প্রভাব ইতিমধ্যেই বৈশ্বিক স্তরে দৃশ্যমান এবং ভবিষ্যতে এর বৃদ্ধি সম্ভাবনাও উজ্জ্বল। তবে, ভারতের এই প্রভাব বৃদ্ধি অব্যাহত রাখার জন্য দেশটিকে বিভিন্ন চ্যালেঞ্জ মোকাবিলা করতে হবে এবং আরও উদারনৈতিক নীতি ও সংস্কার গ্রহণ করতে হবে। অর্থনৈতিক বৃদ্ধির হার, প্রযুক্তিগত উদ্ভাবন, বৈশ্বিক অংশীদারিত্ব এবং রাজনৈতিক স্থিতিশীলতা বজায় রেখে ভারত তার বৈশ্বিক প্রভাবকে আরও শক্তিশালী করতে পারবে। ২০০২ সালে, ভারত সরকার 'অবিশ্বাস্য ভারত' (Incredible India) নামে একটি সর্বব্যাপী আন্তর্জাতিক পর্যটন প্রচার শুরু করে। আজ যদি একই ধরনের প্রচারণা শুরু করা হয়, তবে এটিকে 'অনিবার্য ভারত' (Inevitable India) ও বলা যেতে পারে। শুধু দেশের অভ্যন্তরে নয়, বিশ্ব বিশ্লেষকদের একটি কোরাস, ভারতকে পরবর্তী মহান অর্থনৈতিক শক্তি হিসাবে ঘোষণা করেছেন, যেমন- গোল্ডম্যান শ্যাস ভবিষ্যদ্বাণী করেছেন যে ভারত ২০৭৫ সালের মধ্যে বিশ্বের দ্বিতীয় বৃহত্তম অর্থনীতিতে পরিণত হবে।[৫১] আবার ফাইন্যান্সিয়াল টাইমসের অর্থনৈতিক বিশ্লেষক মার্টিন উলফ দাবি করেছেন যে, সবকিছু ঠিক থাকলে ২০৫০ সালের মধ্যে ভারতের অর্থনীতি যুক্তরাষ্ট্রের সমান হয়ে উঠবে এবং এর ক্রয় ক্ষমতা মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের তুলনায় ৩০% বেশি হবে।[৫২] 'অনিবার্য ভারত' এখন নাগালের মধ্যে। ভারতের সবচেয়ে বড় চ্যালেঞ্জ হবে তার অনিবার্যতাকে বাস্তব এবং বিশ্বাসযোগ্য করে তোলা। 'অবিশ্বাস্য ভারত' (Incredible India) পর্যটকদের লক্ষ্য করে তৈরি হয়েছিল। এখন বিশ্ব অর্থনীতিকে তার দরজায় নিয়ে আসার জন্য, ভারতের পরবর্তী প্রচারাভিযান হওয়া উচিত 'বিশ্বাসযোগ্য ভারত' (Credible India)।[৫৩]

Reference:

১. https://en.m.wikipedia.org/wiki/Economy_of_India#cite_note-Eco_info-53

২. https://cleartax.in/s/world-gdp-ranking-list

২০১৪ সালে ভারতের স্থান ছিল দশম, তার পর থেকে ৮ বছরে ভারত পাঁচ ধাপ উপরে উঠেছে। ২০২১ সালের গোড়ায় ব্রিটেনকে ছাড়িয়ে বিশ্বের পঞ্চম বৃহত্তম অর্থনীতি হয়েছিল ভারত। ভারত ও ব্রিটেনের অর্থনীতিকে ডলারের হিসাবে তুলনা করে দেখা যায়, IMF-এর তথ্য অনুযায়ী, ২০২২, মার্চ ত্রৈমাসিকে ভারতের অর্থনীতি ছিল $৮৫৪.৪ বিলিয়ন ডলার। একই সময়ে $৮১৬ বিলিয়ন ছিল ব্রিটেনের অর্থনীতি।

৩. Johari, J C. International Relations and Politics: Theoretical Perspective in the Post-Cold War Era. Sterling Publishers Private Limited. 2009, Third Edition. P. 195-200

৪. Ghosh, Peu. International Relations. PHI Learning Private Limited. Third Edition. 2013, pp. 28-29

৫. Johari, J C. International Relations and Politics: Theoretical Perspective in the Post-Cold War Era. Sterling Publishers Private Limited. 2009, Third Edition. P. 626-633

৬. Chandra, S. Constructing Indian Identity: Economics and Soft Power. Routledge. 2018. Pp. 45-46

৭. *Mazumdar, Surajit. Industrialization, Dirigisme and Capitalists: Indian Big Business from Independence to Liberalization. NMML Occasional Paper History and Society, New Series, 2012 No.7, pp. 2-3. For pdf* http://mpra.ub.uni-muenchen.de/93158/

৮. OECD Economic Surveys India; Volume 2007/14, October 2007, pp.13-16
https://acrobat.adobe.com/id/urn:aaid:sc:AP:ad127150-cc2f-4a5c-b286-57c133f815c8

৯. World Bank. 'India's Growth Story'. 2019
https://www.worldbank.org/en/country/india/overview

১০. https://en.m.wikipedia.org/wiki/Economy_of_India#cite_note-Eco_info-53

১১. https://data.worldbank.org/indicator/SP.RUR.TOTL.ZS?name_desc=false

১২. India: An agricultural powerhouse of the world. *Business Standard India.* Retrieved *8 January* 2019
https://www.business-standard.com/article/b2b-connect/india-an-agriculture-powerhouse-of-the-world-116051800253_1.html

১৩. "Labor force, total – India". *World Bank &* ILO. Retrieved *22 December* 2022

১৪. "Final consumption expenditure (% of GDP) – India". World Bank

১৫. "Is your debt dragging the economy down?". *The Times of India. 11 September 2019*

১৬. "World Trade Statistical Review 2022" (PDF). World Trade Organization. *p. 58.* Retrieved *11 March* 2023. https://www.wto.org/english/res_e/booksp_e/wtsr_2022_e.pdf

১৭. "Reserve Bank of India – Publications". *Reserve Bank of India.* Retrieved *8 July* 2022

১৮. "India has second fastest growing services sector". *The Hindu.* Retrieved *18 June* 2015

১৯. "Monthly Reports – World Federation of Exchanges". *WFE.* Retrieved *31 August* 2019

২০. "Manufacturing, value added (current US$) | Data"

২১. https://www.imf.org/external/datamapper/profile/IND
https://www.imf.org/en/Publications/WEO
https://www.forbesindia.com/article/explainers/top-10-largest-economies-in-the-world/86159/1

২২. SBI RESEARCH ECOWRAP, Issue No. 19, FY24, Date: 27 Jul 2023
স্টেট ব্যাঙ্ক অফ ইন্ডিয়ার অর্থনৈতিক গবেষণা সংক্রান্ত বিভাগের রিপোর্টে বলা হয়েছে, বর্তমানে বিশ্বের জিডিপিতে ভারতের অংশ ৩.৫ শতাংশ। ২০১৪ সালে তা ছিল ২.৬ শতাংশ। ২০২৭ সালের মধ্যে তা ৪ শতাংশে পৌঁছতে পারে বলে আশা করা হচ্ছে। প্রসঙ্গত উল্লেখ, বর্তমানে বিশ্বের জিডিপিতে জার্মানির অংশ ৪ শতাংশ। ফলে ২০২৭ সালে জার্মানিকে ছাড়িয়ে যাবে ভারত। আর বর্তমান বৃদ্ধির হার ধরে রাখলে ২০২৯ সালে টপকে যাবে জাপানকে।

২৩.https://m.economictimes.com/news/economy/indicators/pm-modi-cites-reports-to-assert-india-on-cusp-of-new-era-of-economic-prosperity/articleshow/102833061.cms

২৪. https://en.m.wikipedia.org/wiki/Economy_of_India#cite_note-Eco_info-53

২৫. International Monetary Fund (IMF). (2023). World Economic Outlook: Growth Projections for India. Retrieved from https://www.imf.org/en/Publications/WEO

২৬. World Bank. (2023). Foreign Direct Investment, Net Inflows. Retrieved from
https://data.worldbank.org/indicator/BX.KLT.DINV.CD.WD

২৭. Startup India. (2023). 'Indian Startup Ecosystem'. Retrieved from https://startupindia.gov.in
২৮. NASSCOM. (2023). Indian IT-BPM Industry Report. Retrieved from https://nasscom.in/knowledge-center/publications
২৯.https://ifsca.gov.in/Viewer?Path=Document%2FLegal%2Fsuccessful-conclusion-of-infinity-forum-2009122023091152.pdf&Title=Successful%20Conclusion%20of%20InFinity%20Forum%202.0&Date=09%2F12%2F2023 Accessed 16 june, 2024
৩০. ভারত 1st Dec, 2022 থেকে 30th Nov, 2023 পর্যন্ত জি-২০ সভাপতিত্বের দায়িত্ব সাফল্যের সঙ্গে পালন করে, যার নীতিবাক্য (motto) ছিল 'Vasudhaiva Kutumbakam' or the 'World is One Family'
৩১. https://hbr.org/2023/09/is-india-the-worlds-next-great-economic-power
৩২.https://www.economist.com/asia/2023/03/13/india-is-getting-an-eye-wateringly-big-transport-upgrade
৩৩.https://www.economist.com/asia/2023/03/13/india-is-getting-an-eye-wateringly-big-transport-upgrade
৩৪.https://www.economist.com/asia/2023/03/13/india-is-getting-an-eye-wateringly-big-transport-upgrade
৩৫.https://www.thehindubusinessline.com/info-tech/indias-internet-subcribers-increased-to-88125-million-as-of-march-end-trai-report/article67219636.ece
৩৬. http://english.scio.gov.cn/m/pressroom/2022-11/07/content_78506468.htm
৩৭. https://hbr.org/2023/05/the-case-for-investing-in-digital-public-infrastructure
৩৮.https://timesofindia.indiatimes.com/gadgets-news/india-tops-world-ranking-in-digital-payments-beats-china-by-huge-margin-report/articleshow/100944643.cms
৩৯.https://northeastlivetv.com/topnews/india-lifted-800-million-people-out-of-poverty-simply-by-smartphone-unga-president/
৪০. Renewable Energy Policy Network for the 21st Century (REN21). (2023). Renewables 2023 Global Status Report. Retrieved from https://www.ren21.net/reports/global-status-report/
৪১. International Energy Agency. (2023). "India Energy Outlook." Retrieved from https://iea.org
৪২. আনন্দবাজার পত্রিকা, 12/7/2024
৪৩. United Nations. (2023). World Population Prospects: The 2023 Revision. https://population.un.org/wpp/ Accessed 23 July, 2024
৪৪. Indian Pharmaceutical Industry Analysis. 2023. Retrieved from https://www.ipa-india.org/
৪৫. "By Country/Economy- Free Trade Agreements." https://aric.adb.org/database/fta-country
৪৬. '2004 to 2014- India's lost decade/ Mint' https://www.livemint.com/Opinion/pjn6VtNuSyLClkQFwx50qN/2004-to-2014Indias-lost-decade.html
৪৭. Malone David M. Does the Elephant Dance- Contemporary Indian Foreign Policy Oxford University Press. 2011. P. 198-220. For pdf

https://archive.org/details/does-the-elephant-dance-contemporary-indian-foreign-policy-by-david-malone/page/n6/mode/1up

৪৮.https://en-mwikipediaorg.translate.goog/wiki/G4_nations?_x_tr_sl=en&_x_tr_tl=bn&_x_tr_hl=bn&_x_tr_pto=rq

৪৯. http://unemploymentinindia.cmie.com/

৫০. "Wealth of India's richest 1% more than 4-times of total for 70% poorest: Oxfam". *The Economic Times.* Retrieved *20 January* 2020.

৫১.https://www.goldmansach.com/intelligence/pages/how-india-could-rise-to-the-worlds-second-biggest-economy.html

৫২. http://www.ft.com/content/c9de715e2e29-4a7f-880b-1509c04bf11b

৫৩.https://www.google.com/amp/s/www.business-standard.com/amp/economy/news/india-could-become-a-magnet-for-foreign-direct-investment-martin-wolf-123070800479_1.html